R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267128 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

ইউ, বি, আই-এর সন্নিকটে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ২৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

ডাক্তার রাউণ্ড দিচ্ছেন মদ্যপ অবস্থায়— এর প্রতিবাদে এস ডি এম ও ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার গত ১৯ আগষ্ট রাতে মদ্যপ অবস্থায় ফিমেল ওয়ার্ডে রাউন্ডে আসেন। ডাক্তারের চালচলনে রোগীদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। রোগীদের আত্মীয়-স্বজন এর প্রতিবাদ জানান। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরদিন জঙ্গিপুরের কিছু ছেলে এস ডি এম ও-কে ঘেরাও করে। এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এস ডি এম ও ঘেরাও মুক্ত হন বলে খবর। এ প্রসঙ্গে এস ডি এম ও প্রথমে ঘটনাটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ডাক্তারের প্রসঙ্গ এড়িয়ে একজন হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। ঘটনার দিন রাতে ঐ কর্মী নাকি মদ্যপ অবস্থায় ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে অসভ্যতা করে এবং রোগীদের আত্মীয়রা এর প্রতিবাদ করলে তাদের মারতে যায় বলে এস ডি এম ও ডাঃ অসীম হালদার জানান।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ৬৫ বছর অতিক্রান্ত

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ 'রূপকার' শাখার উদ্যোগে গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে দু' দিনের গণনাট্য উৎসবে স্লোগান ছিল, "অনেক নতুন বন্ধু হোক।" প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সভাপতি ও জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি ছিলেন গণনাট্যের জেলা সভাপতি ও বিশিষ্ট বামফ্রন্ট নেতা শেখর সাহা এবং গণনাট্যের জেলা সম্পাদক শ্যামল সেন ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মানিক চট্টোপাধ্যায় ও অম্বুজা রাহা। মঞ্চের নাম দেওয়া হয়েছিল "কমলকুমারী নাথ মঞ্চ"। সাংস্কৃতিক মঞ্চের উপদেষ্টা ও স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি অরুণ মুখার্জী জানান, "১৪ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছে দুটি বিভাগে। সুকান্তের 'ভালো খাবার', ও জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে"। কবিতা আবৃত্তির জন্য ৭ জন স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। সর্বসাধারণের জন্য বিতর্ক ছিল— 'পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিল্পায়ন জরুরী।' পক্ষে ও বিপক্ষে মোট ৫ জনকে এবং রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুলগীতি প্রতিযোগিতায় ৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়া ছিল লোকগীতি, রবীন্দ্র সংগীত ও মাহাতাবের আলকাপ। ভারতীয় গণনাট্যের ৬৫ বছর পেরিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুই বি এস এফ জওয়ানকে গাছে বেঁধে মারা হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এলাকার মহম্মদপুরে গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে ওখানকার জনৈকা দেহসরারিণী মিনা বিবির ঘরে ঢোকে খান্দুয়া ক্যাম্পের দুই বি এস এফ জওয়ান। ঘরের দরজা ভেঙে অবৈধ অবস্থায় গ্রামবাসীরা ওদের দু'জনকে ধরে ফেলে। ধৃত জওয়ানদের লিচু গাছের সঙ্গে বেঁধে গ্রামবাসীরা বেদম মারধোর দিয়ে চেয়ারম্যানকে খবর দেয়। রাত ১২টা নাগাদ মৃগাঙ্কবাবু ঘটনাস্থলে এসে পুলিশকে ফোন করেন। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের পুলিশ এসে ধৃত দু'জনকে থানায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

বর্ষায় চলাচলে অসহনীয় অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সুজাপুর থেকে আজিমগঞ্জ রাস্তায় উপলাই বিলের উপর সাঁকো জরুরী প্রয়োজন। বিলের উপর মাটি ফেলে রাস্তা তৈরী করে এতদিন যাতায়াত চলছিল। মাঝে কৃষি কাজের প্রয়োজনে রাস্তার মাটি কেটে বিলের জল সেচের কাজে লাগান এলাকার চাষীরা। বর্তমানে বর্ষার জলে বিলের পরিধি বেড়ে গিয়ে মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা দেখা দেয়। এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁশের ব্রীজ তৈরী করে বিলের ওপর দিয়ে যাতায়াত চালু রেখেছেন বলে খবর।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)

পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৪ সাল।

সেই ট্রাডিসন

লোক বিশ্বাস এবং ধর্ম বিশ্বাসের মেলবন্ধনে বাঁধা মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব। সাধারণ্যে ইহার নাম ব্যারা বলিয়া কথিত হইলেও লোকমুখে ইহার পরিচিতি বেরা। নিখিলনাথ রায় এই উৎসবকে বলিয়াছেন মুর্শিদাবাদের ইহা একটি প্রধান পর্ব। বেরা হইল আলোকোৎসব। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে ইহার অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে নাকি ইহার প্রবর্তনা। প্রবর্ত্তনা লইয়া নানা মত। কেহ কেহ মত পোষণ করেন—সিরাজউদ্দৌলা এই উৎসব চালু করেন। প্রচলিত ইতিহাস বলে—মুর্শিদকুলী খাঁ। আবার কাহার মতে হুমায়ুন খাঁ। সে যাহাই হউক। বিতর্কে কাজ নাই।

এই উৎসবের পিছনে আছে লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাস। বলা যাইতে পারে চিরাচরিত লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাস ধর্মমত-নির্বিশেষে চলিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মতে 'খাজা খেজেরের স্মরণোদ্দেশে এই পর্বের অনুষ্ঠান'। তিনি লিখিয়াছেন—খেজেরের উৎসবোলক্ষে ভাগীরথী বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ভাসাইবার রীতি—এইরূপ আলোকযান ভাসাইয়া দেয়। .....এক সময় ছিল যখন এই উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। কলার 'ম্যার' দিয়া বানানো হয় বিশাল ভেলা। আগে তাহার আয়তন ছিল অনেক বড়। বাঁশ বাখারি এবং রাঙন কাগজ দিয়া তৈরী করা হয় তাজিয়া। খেজেরের উদ্দেশ্যে রুটি ক্ষীর পান সেই ভেলার উপর দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে থাকিত সোনার প্রদীপ। ইহাকে অনুসরণ করিত অজস্র ছোট ছোট আলোকপূর্ণ যান। সেই সব যানে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় কপূর্রপূর্ণ মাটির প্রদীপ। আলোকমালার অনুষঙ্গে থাকে আতশবাজি। আজ আর ততটা সমারোহ না থাকিলেও তাহার ঐতিহ্য রহিয়াছে সমানভাবে। এই উৎসবের মত উৎসব 'বাঙ্গালায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না' বলিয়া ঐতিহাসিকের মন্তব্য।

এই উৎসবের পিছনে একটা লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায়। খাজা খেজের নাকি জলদেবতা। জলের নীচে তাহার অধিষ্ঠান। নবাবী আমলে ভাগীরথীর জলপথে চলাচল করিত জলযান। নবাব বাদশা হইতে বণিকেরাও জলপথ ব্যবহার করিতেন। বিপদ এড়াইবার জন্য নাকি এই জলদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ভেলার উপর নিবেদিত হইত দেবতার সিন্নি। প্রচলিত লোক বিশ্বাস—এই দেবতা অপ্রসন্ন হইলে নানাবিধ বিড়ম্বনা জনজীবনে ঘটিতে পারে এই রকম একটা লৌকিক ধারণা। বেরা উৎসব 'জ্ঞানী খেজেরের উদ্দেশেই' নিবেদিত অনুষ্ঠান। সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আলোকময় এই অনুষ্ঠান আনন্দের। প্রতি বৎসর হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বেরা উৎসব হইয়া উঠে আনন্দোজ্জ্বল।

আজিও সমান উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়া পালিত হইয়া আসিতেছে এই আলোর উৎসব। আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় নদীবক্ষ হইয়া উঠিবে ঝলমলে, নদীগর্ভ হইয়া উঠবে 'একটি উজ্জ্বল আলোক গৃহ।' বছর বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এই উৎসব। মনে পড়িতেছে ওয়াজেদ আলির সেই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ ; (বেরার) 'সেই ট্রাডিসন আজিও সমান ভাবে চলিয়াছে।'

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক চিন্তা

মানিক চট্টোপাধ্যায়

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ হল ব্রহ্মের প্রকাশ। অরবিন্দ জগত ও ব্রহ্মকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, তাঁর প্রকাশও সত্য। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন বিবর্তবাদকে সমর্থন করে। বিবর্তবাদ অনুযায়ী অধ্যাস বা ভ্রান্তিবশতঃ অবস্তু বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুকে আমরা সর্প বলে মনে করি। অনুরূপভাবে ব্রহ্মে এই 'জগৎ প্রপঞ্চ' অধ্যস্ত হয়। অধ্যাস বা ভ্রান্তি থেকে উৎপন্ন হয় মিথ্যা জ্ঞান। সর্পের অধ্যাস যেমন মিথ্যা, ব্রহ্মে জগৎ—প্রপঞ্চের অধ্যাসও তেমনই মিথ্যা। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন পরিণামবাদকে সমর্থন করেনা। তাহলে প্রশ্ন হল ঃ পরিণামবাদ কি ? 'পরিণামবাদ' অনুযায়ী কারণ কার্যে পরিণত হয়। শঙ্করাচার্য্য বিবর্তবাদের সাহায্যে জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মে লীন করে 'অদ্বৈত বেদান্তবাদ' প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কাছে বিবর্তবাদ হল অনিবার্য সত্য। শ্রীঅরবিন্দ সমর্থন করেছেন পরিণামবাদকে। এখানে তাঁর সঙ্গে আমরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের দার্শনিক চিন্তার মিল খুঁজে পাই। রামানুজের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, পরিণাম। পরিণামবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম। সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্যও মিথ্যা নয়। অরবিন্দের এই একই দৃষ্টিভঙ্গী। অরবিন্দের দর্শনে 'Evolution' হল 'Two way traffic'. ব্রহ্ম অবতরণ করছেন, আবার জগৎ যাচ্ছে ব্রহ্মের দিকে। আমাদের মন কীভাবে বিবর্তিত হয় সে প্রসঙ্গে অরবিন্দ 'সুপারম্যান' এর কথা বলেছেন। তাঁর কাছে মানুষের সৃষ্টি শেষ কথা নয়, মানুষের সৃষ্টির পরেও আরও উত্তরণ আছে। অরবিন্দের এই 'সুপারম্যান' এর দৃষ্টান্ত আমরা দু'জন লেখকের রচনার মধ্যে লক্ষ্য করি। দার্শনিক নিৎসে এবং বার্ণাডশ এর বিখ্যাত নাটক 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' এ। নিৎসের কাছে 'সুপারম্যান' একটা ক্ষমতার অধীশ্বর। এই ক্ষমতা হল 'গ্রুপ পাওয়ার' বা পাশবিক শক্তি। বার্ণাডশ এর 'সুপারম্যান' জীবনীশক্তির প্রকাশ। অরবিন্দের 'সুপারম্যান' আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ। অরবিন্দের দর্শনের আর একটি মূল্যবান দিক হল ঃ 'কর্মবাদ'। 'কর্মবাদ' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—কর্মফল ত্যাগ করব, কর্মকে ত্যাগ করব না। ভগবদ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়। আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।'

পন্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'মা' পুস্তিকায় আমরা লক্ষ্য করি, তিনি বলেছেন—'ফলের জন্য কোন দাবি থাকবেনা, পুরস্কারের জন্য কোন স্পৃহা থাকবেনা। একমাত্র যে ফল তুমি পাবে তা হল মা ভগবতীর তৃপ্তি, তাঁর কর্মের সিদ্ধি ; তোমার একমাত্র পুরস্কার ভাগবত চেতনার প্রশান্তির শক্তির আনন্দের মধ্যে তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রগতি। সেবার আনন্দে, কর্মের সহায়ে অন্তরের পুষ্টির আনন্দ—নিরহঙ্কার কর্মীর পক্ষে এই যথেষ্ট প্রতিদান। এই পথে যদি আমরা আংশিকভাবেও চলতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আলোচনা সভা

অসিত রায়ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মানব সভ্যতা আসতে আসতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে একবিংশতি বৎসরের শেষে পৃথিবীর ৫০ শতাংশ মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না। পানীয় জলের সংকটে কৃষি কাজ বিঘ্ন হবে। সৃষ্টি হবে নানা রোগ ব্যাধির। গত ১৯ এবং ২০ আগষ্ট অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজে বিশ্ব উষ্ণায়ন শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এই বলে সকলের কাছে সতর্কবার্তা পেঁাছে দিতে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি থেকে আসা এক ঝাঁক জ্ঞানী-গুণী এবং বিশেষজ্ঞ যেমন ছিলেন, তেমনই প্রারম্ভিক তত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনায় কলেজের অধ্যাপক ডঃ কিশোর রায়চৌধুরীর বক্তব্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমাজ জীবনে যে ভয়াবহতা নেমে আসবে তা প্রকাশ পায়। কলেজের আরও দুই অধ্যাপক প্রতনু দত্ত এবং পুলকেশ সেন হিমালয়ের হিমবাহের ওপর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। চেয়ার পার্সন ডঃ রাজকুমার সেন এবং ডঃ সুভাষ সাঁতরার বিস্তারিত আলোচনায় পরিবেশ দূষণের ফলে ভু-পৃষ্ঠের উষ্ণায়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা জানতে পেরেছি। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর পারমাণবিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে উন্নয়নের চরম শিখরে পেঁাছানোর চেষ্টা করলেও এই পদক্ষেপ কখনই সুস্থ সমাজ জীবনের সহায়তা হবে না। মানব সভ্যতার উন্নয়ন পরিবেশের ভারসাম্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু উষ্ণায়নের প্রভাব সেই ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতিবন্ধক হবে। ব্যাপক বন সৃজনের ফলে উষ্ণায়নের প্রভাব ব্যাপকভাবে হ্রাসে সহায়তা করবে। শুধু তাই নয় এই উষ্ণায়ন সাহিত্যের বিকাশ এবং সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধক। ১৯৯৭-২০০৫ এর মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্যের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য সবাইকে স্বচেষ্ট হতে হবে। ক্রমবর্দ্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়নের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রার বিরাট তারতম্য হচ্ছে। হচ্ছে জলবায়ুর তারতম্য। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, আরব তথা সমস্ত পশ্চিম দুনিয়াই এর জন্যে দায়ী। অক্সাইড, মিথেন, ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের প্রভাব বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এর ফলে মানুষ এবং জীবজন্তুর শুধু ক্ষতি হবে না নষ্ট হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও। গঙ্গোত্রী, হিমবাহ, থুম্বু আসতে আসতে গলছে, যার ফলে গঙ্গায় জল কমে যাবে, নেপাল, ভূটান, চীনের তিব্বত অঞ্চলে জীবনযাত্রা বিপন্ন হবে। প্রোজেকসান শোয়ের মাধ্যমে তা বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। উষ্ণায়নের ফলে সমাজ জীবনে তার প্রভাব নিয়ে কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন অংশ নিয়েছেন তেমনই আলোচনা শীর্ষক প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যে তাদের সম্যক উপলব্ধি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

বিদ্যুৎ-এর নানা সমস্যায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ধুলিয়ান গ্রুপ ইলেক্ট্রিক সাপ্লায়ের নানা অব্যবস্থার প্রতিবাদে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমাস এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে ১৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে গত ১৭ আগষ্ট এক গণডেপুটেশন দেন ওখানকার ষ্টেশন সুপারের কাছে। বিশেষ দাবীগুলো ১) অহরহ লোড সেডিং-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। ২) লো-ভোল্টেজজনিত সমস্যা দূর করতে হবে। ৩) বিদ্যুৎ আইনের নিয়ম মতো নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। ৪) বৎসরান্তে গ্রাহকদের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হবে ইত্যাদি। এস এস সঞ্জয়কুমার দাস দাবীপত্র গ্রহণ করেন ও সাধ্যমতো বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

জলনিকাশীর দাবীতে রাস্তার কাজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ প্রধান মন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রকল্পে সাগরদীঘি এলাকার বালিয়া—মনিগ্রাম ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে দিয়ে পীচ রাস্তা তৈরী হচ্ছে। অথচ রাস্তার দু' ধারে জল নিকাশীর কোন ব্যবস্থা দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার রাখেননি। এর ফলে হঠাৎ বৃষ্টিতে রাস্তার জল দু' ধারের বাড়ীগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে, কোথাও বাড়ীর আশপাশে জমে কাঁচা বাড়ী ক্ষতি করছে। যে কোন সময় দেয়াল পড়ে যেতে পারে বলে বাসীন্দারা আশঙ্কা করছেন। গ্রামবাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ ৪ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। জলনিকাশী ব্যবস্থা চালুর দাবীতে একশোজন গ্রামবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত এক ডেপুটেশন মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেয়া হয়েছে।

পঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ধুলিয়ানের কাঞ্চনতলা হাই স্কুলে গত ২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ২৫তম সম্মেলনের আয়োজন করে। জেলার পাঁচ মহকুমার সম্পাদকেরা বর্তমান শিক্ষানীতির ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রায় চারশো প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

পরমাণু বিভ্রাট

শীলভদ্র সান্যাল

হায়রে কিবা পরমাণু খেল!
বাক্যবাণে বাম আর ডানে বেধেছে খিটকেল।
হায় দু'জনের হানিমুনের কাটল বুঝি তালটি
ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা জোরে খায় বুঝি বা পাল্টি।
আদান-প্রদান উতর-চাপান হয় যে উভয় পক্ষে
মান বাঁচেনা জোড় লাগেনা তাই দু'জনের সখ্যে
এই বুঝি খুব ডুব-ডুব-ডুব, নেই তবু আক্কেল
হায়রে কিবা পরমাণুর খেল!
বলে সবাই এই বুঝি যায় এই কাটে তাল ছন্দ
'ওদের' নাকে বিষম লাগে মার্কিনীদের গন্ধ!
প্রেম কোরনা, মান দিয়োনা, নচেৎ পাবে শাস্তি
এতদিনের এই দু'জনের বন্ধু-তালি নাস্তি
কাগুজে বাঘ দেখায় যে রাগ কেবল রোষে গর্জায়
হয়না তেমন যে বর্ষণ, আসর জমে তরজার
সেই আসরের পাঁচ শরিকের জমেছে ককটেল্
হায়রে কিবা পরমাণুর খেল্!
গন্ধ শুঁকে ভীষণ সুখে পাকিস্তান আর চায়না
খুশির জোশে গান ধরেছে, 'তাইরে না-না, তাইনা।'
পরম গোলে অট্টরোলে ইন্দো এবং মার্কিন
মাখামাখি হবে ফাঁকি এবার খেলে জাঁকিং
দোস্তি করে মস্তি ভরে লাভটা তাদের মস্ত
ভিন্ন পাড়ায় যদি গোটায় মার্কিনরা হস্ত
মজা করে পরস্পরে মাথায় দিয়ে তেল
হায়রে কিবা পরমাণুর খেল!
ভোট যুদ্ধের গন্ধেতে ফের আখের গোছায় সব্বাই
চুক্তি করে যুক্তি করে আড়াল রেখে পর্দায়
ভাঙবে রফা সারবে দফা এবার খেলে ধাক্কা
তখন তো ফের বিরোধীদের তখ্ত্-এ তাউস পাক্কা
রাগের ভাণে বামের প্রাণে বাজছে টরেটক্কা
বঙ্গভূমের শিল্পায়নের স্বপ্ন হবে ফক্কা
না পেয়ে ছাড় এই সরকার মারবে নাকি ফেল
হায়রে সূক্ষ্ম পরমাণু খেল্॥

৬৫ বছর অতিক্রান্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

আসার অতীত ঐতিহ্যও বর্তমান প্রেক্ষাপটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বক্তারা ঐক্যমত পোষণ করেন তাঁদের আলোচনায়। বর্তমান ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার অপসংস্কৃতির চাপে হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় জেলায়, মহকুমায় ও ব্লকে ব্লকে গান, ছড়া কবিতা ও নাটকের প্রয়াস নেবেন বলে সম্পাদক শ্যামল সেন ও সভাপতি শেখর সাহা জানান। এক বিশেষ সাক্ষাতকারে সভাপতি শেখর সাহা বলেন, "তারাশঙ্করের সময়, সময়ের তালে তালে এখন আর তেমন সৃষ্টির জোয়ার নেই হয়তো, কিন্তু মানুষ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দাপটে আজ ক্লান্ত। মেশিন যতই হোক—মানুষকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনেই নাটক, গান কবিতা ও ভারতীয় গণনাট্যের মতো সংস্থার প্রয়োজন ও প্রসার আগামী দিনে ঘটবে।' ৮ সেপ্টেম্বর বহরমপুরের গণনাট্য শাখার "সময়ের চাপে" নাটকটি শিল্পের প্রয়োজনে কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখার একটি সফল প্রয়াস। অনবদ্য অভিনয়, কলাকুশলতা ও গান উপস্থিত দর্শকের মনোরঞ্জন করে।

বামফ্রন্ট নেতার ভাবমূর্তি খর্বের চক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি জোনাল কমিটির সদস্য মোহন চ্যাটার্জীর গতিবিধি সংশোধনের প্রয়োজনে জেলা কমিটি তাকে ছ' মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছে। পাশাপাশি আগের মতোই পার্টির কাজকর্ম চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয় মোহনকে বলে পার্টি সূত্রে জানা যায়। আরো জানা যায়—মোহনের একটি গাড়ী সাগরদীঘি থারমাল প্রোজেক্টে ভাড়া খাটানোর অভিযোগ এনে পার্টির জেলা কমিটিতে বেনামী চিঠি যায়। তার ভিত্তিতে জেলা কমিটি মোহন চ্যাটার্জীকে সত্বর গাড়ীটি বিক্রী করে দিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু গাড়ী বিক্রীতে কিছুটা দেরী হওয়ায় নাকি মোহনকে শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে সাসপেন্ড করা হয়। এখানে আর্থিক দুর্নীতির কোন অভিযোগ নেই বলে খবর।

গাছে বেঁধে মারা হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে যায়। ওখান থেকে বি এস এফের লালবাগ হেড কোয়ার্টারে জানালে ঐ রাতেই কমান্ডার এসে ওদের দু'জনকে নিয়ে যান। পরদিন সকালে বি এস এফের তিন অফিসার সরজমিন তদন্তে মহম্মদপুরে আসেন। মিনা বিবি ফেরার।

বামফ্রন্ট সরকারের গৌরবময়

৩০ বছর

অর্ধেক আকাশ জুড়ে
আছো তুমি নারী

সমাজ সংস্কারক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রীর এই বাংলায় নারী কল্যাণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গঠন করেছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা উন্নয়ন নিগম, পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পর্ষদ। নারীর সম্মান, অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বামফ্রন্ট সরকার সদা সচেষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৬৬৯ (২২) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৮/৮/০৭

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর

● বিশেষ উপহার ●

- ☐ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
- ☐ সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ৯·৫০%।
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০%
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্ চেক, (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯·৫০% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই— অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১৩% মধ্যে। এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা
সম্পাদক

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

卐 ক ল্প ত রু 卐

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।